রবীন্দ্রনাথের

মুক্তধারা : কিছু ভাবনা

সম্পাদনা

চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রত্নাবলী

৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ❖ কলকাতা ৭০০ ০০৯

RABINDRANATHER MUKTODHARA : KICHU BHABNA
Edited By : DR. CHITRITA BANDYOPADHYAY

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৪/বইমেলা ২০১৮

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের [গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি] মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন : ৯৮৩০২০০৫৮৯/৭৬৮৬০৪০১৬৮
E-mail : purabi_ratnabali47@yahoo.com

মুদ্রক
কালার ইণ্ডিয়া
১/১বি, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ শিল্পী
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ISBN : 978-93-81329-68-9

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর ❑ ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ দূরভাষ : ৬৫১৬-৬৬৯৫
সুপ্রিম বুক ডিস্ট্রিবিউটরস্ ❑ ১০/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ দূরভাষ : ২২১৯-০৮১৮
প্রজ্ঞাবিকাশ ❑ ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ দূরভাষ : ৯৮৩০৮৪৯৩৪৮
নিউ বইপত্র ❑ ৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ দূরভাষ : ৯০০৭১৩০৫৮১

মূল্য : ১৫০.০০

সূচি

রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনায় 'মুক্তধারা' ❑ চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ৯-১৮

মুক্তধারার পথমোচন ❑ প্রবীর সরকার ❑ ১৯-২৪

প্রায়শ্চিত্ত-মুক্তধারা-পরিত্রাণ ❑ শুচিমিতা মৈত্র ❑ ২৫-৩০

'মুক্তধারা'র রাজা : রাষ্ট্রভাবনার চরিত্রায়ণ ❑ শ্রাবণী পাল ❑ ৩১-৩৮

বিভূতি : এক স্পর্ধার নাম! মহুয়া চক্রবর্তী ❑ ৩৯-৪৩

অভিজিৎ ❑ সুরজিৎ বসু ❑ ৪৪-৪৯

'মুক্তধারা'র নামের ধারা : চরিত্র-মানসে প্রবেশের জাদু চাবি ❑ চন্দন আঢ্য ❑ ৫০-৬৭

'মুক্তধারা'র জনতা : বাঁধন ছেঁড়া হাতের খোঁজে ❑ জিসান হাবিব ❑ ৬৮-৭৪

'মুক্তধারা' : দৃশ্যপট নিয়ে কিছু ভাবনা ❑ সিদ্ধার্থ সেন ❑ ৭৫-৮০

'ভাঙনের জয়গান' : 'মুক্তধারা' নাটকে তত্ত্ব, রূপক, সাংকেতিকতা ❑ কুন্তল চট্টোপাধ্যায় ❑ ৮১-৯৩

'মুক্তধারা'র রাজনীতি ও সমকালীন ভারতবর্ষ ❑ সৌরভ মজুমদার ❑ ৯৪-১০৭

'মুক্তধারা' : শাসকের মুক্তি ও প্রযুক্তির পরাভব ❑ লোপামুদ্রা পাল (চক্রবর্ত্তী) ❑ ১০৮-১১৩

'মুক্তধারা' নাটকে গান ❑ কাননবিহারী গোস্বামী ❑ ১১৪-১২০

'মুক্তধারা'র ইংরাজি ভাষান্তরে গান : অনুবাদের অন্তর্বিশ্লেষণ ❑ শিঞ্জিনী বসু ❑ ১২১-১২৯

ট্র্যাজেডি-তত্ত্বের বিচারে 'মুক্তধারা' ও তার রস-পরিণতি ❑ নিলয় বক্সী ❑ ১৩০-১৩৯

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'-য় বড়ো বাঁধের স্বরূপ ও রাজনীতি ❑ সরসিজ সেনগুপ্ত ❑ ১৪০-১৪৮

যেখানে অভিজিৎ নেই : আজকের ভারতবর্ষ ও নদীবাঁধ ❑ জয়া মিত্র ❑ ১৪৯-১৬৬

মুক্তধারা : মূল নাটক ❑ ১৬৭-২১০

রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনায় 'মুক্তধারা'

চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম নাটক লেখা শুরু ১৮৮১, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'— ফ্রেব্রুয়ারিতে অভিনয় ('বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর শেষ বারের অধিবেশনে, শনিবার ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭, ১২৮১ শিবরাত্রির দিন), মার্চে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ। কলকাতায় আহূত বিদ্বজ্জন সমাজের অভিনন্দন, নাট্যকার রূপে স্বীকৃতি তরুণ রবীন্দ্রনাথকে। তারপর জুন মাসে 'রুদ্রচণ্ড'-র প্রকাশ এবং পর পর প্রকাশিত হচ্ছে 'কালমৃগয়া' (১৮৮২), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'নলিনী' (১৮৮৪), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮), 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) ও 'বিসর্জন' (১৮৯০)। প্রথম দিকে কবিতায়-গানে-নাট্য সম্ভাবনা, পরে ক্রমশ কবিতার ফর্মেই পূর্ণাঙ্গ নাটক 'রাজা ও রানী'। তবে 'মালিনী' (১৮৯৬) পর্যন্ত ইউরোপীয় ব্যালাড বা অপেরার ধরন। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায় ' 'বাল্মীকি প্রতিভা' ঠিক পাঠযোগ্য নাট্যকাব্য নয়। সংগীতের একটা নতুন পরীক্ষা।'— 'সুরে তালে বাঁধা' নাটক। 'জীবনস্মৃতি'তে 'সুরে নাটিকা' বলা হয়েছে, অপেরাধর্মী বা সংগীত প্রধান বলতে চাননি রবীন্দ্রনাথ— তাঁর মতে এখানে 'নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয়।' 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র 'সূচনা' অংশে বলেছেন, 'বাল্মীকিপ্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল। তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভেতর মহলে পা দিয়েছি। মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল।' রবীন্দ্রনাথের লেখায় ঘটনার বহির্দ্বন্দ্ব নয়, নাট্যিক দ্বন্দ্ব মূলত চেতনার অন্তর্দ্বন্দ্ব— ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে আত্ম-উন্মোচন। এটাই তাঁর নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য। পূর্বোক্ত প্রবন্ধের শেষে বাল্মীকি সম্বন্ধে বলছেন, 'বাল্মীকিপ্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তরগূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে। প্রকৃতির প্রতিশোধেও এই দ্বন্দ্ব। সন্ন্যাসীর মধ্যে চিরকালের যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল তার বাঁধন ছিঁড়ল। কবির মনের মধ্যে বাজছিল মানুষের জয়গান। মায়ার খেলায় গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারেনি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।' বেদনার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় রাজকন্যা-রাজপুত্রের ঘুমন্ত সত্তার জাগরণ।

বলেছিলেন, 'ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী— রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরেনা— কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে।'

বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করেছে— তখন যন্ত্রকে ভেঙে মানুষ হয়ে ওঠার দিকে এগিয়ে যেতে হয়। মানবসভ্যতার সংকটের কালে এভাবেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলে— ক্ষমতালোভী মানুষ যখন সাধারণ মানুষের মৌল প্রয়োজনটাকে গ্রাস করতে চায়, নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে পথে নামতে হয় অভিজিৎকে। 'দয়ার ওপর নির্ভর করে' মানুষের বাঁচার দীনতা অভিজিৎ মেনে নিতে পারেনি— আত্ম বিসর্জনের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বন্দি ঘুমন্ত ধারাস্রোত। মুক্ত করেছে— শিবতরাই ফিরে পেয়েছে তৃষ্ণার জলের অধিকার।